দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 MAY 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

অস্তিত্ব বিহীন স্কুলের শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা সিরাজগঞ্জ ৯ মে।–যমুনা নদীর ভাঙনে সিরাজগঞ্জ জেলার ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে। বর্তমানে এসব বিদ্যালয়গুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ শিক্ষকগণ নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন।

সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে ব্যাপক অনিয়ম আর দুর্নীতি। বিদ্যালয় নেই অথচ শিক্ষকগণ প্রতিমাসে বেতন ভাতাসহ সকল সুযোগ–সুবিধা পাচ্ছেন। প্রতি বছর এসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নামে বই পুস্তক বরাদ্দ করা হয়। সেগুলো কোথায় যায় কে জানে। এসব চলছে একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহায়তায়। সিরাজগঞ্জ জেলায় সাড়ে চারশ প্রাথমিক শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। কিন্তু বসে বসে যে সকল শিক্ষকগণ বেতন নিচ্ছেন তাদের বদলী করা হচ্ছে না। আসল রহস্য কি?

জানা গেছে, যমুনা নদীর ভাঙণে চৌহালী কাজীপুর, বেলকুচি এবং শাহজাদপুর উপজেলার বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়গৃহ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় স্থানান্তর করা হলেও প্রায় ২০টি বিদ্যালয় জায়গার অভাবে নতুন করে স্থাপন করা হয়নি। বর্তমানে এসব বিদ্যালয়গুলোর কোন হদিস নেই।

অভিযোগে প্রকাশ, ভূয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে এসব বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা হয়েছে কাগজে কলমে। প্রতি বছর এসব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বই ও খাতাপত্র সরবরাহ করা হয়। এগুলো একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহায়তায় আত্মসাৎ করা হয়। এছাড়া জেলায় আরো প্রায় ৫০টি বিদ্যালয় রয়েছে। যেখানে ঘর আছে কিন্তু ছাত্রছাত্রী নেই। শিক্ষকগণ বাড়িতে বসে থেকেই বেতন পান। যদি কখনও পরিদর্শনে কোন কর্মকর্তা আসেন তাদের দেখানোর জন্য অন্য বিদ্যালয় থেকে ছাত্র ধার করে এনে তাদের দেখানো হয়।

উল্লেখ্য সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় সাড়ে চারশ' শিক্ষকদের পাদ শূন্য রয়েছে। কিন্তু এসব পদ পূরণের কোন উদ্যোগ নেই। এমন কি ঐ ২০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এসব বিদ্যালয়ে বদলী করা হচ্ছে না। হেতু কি?

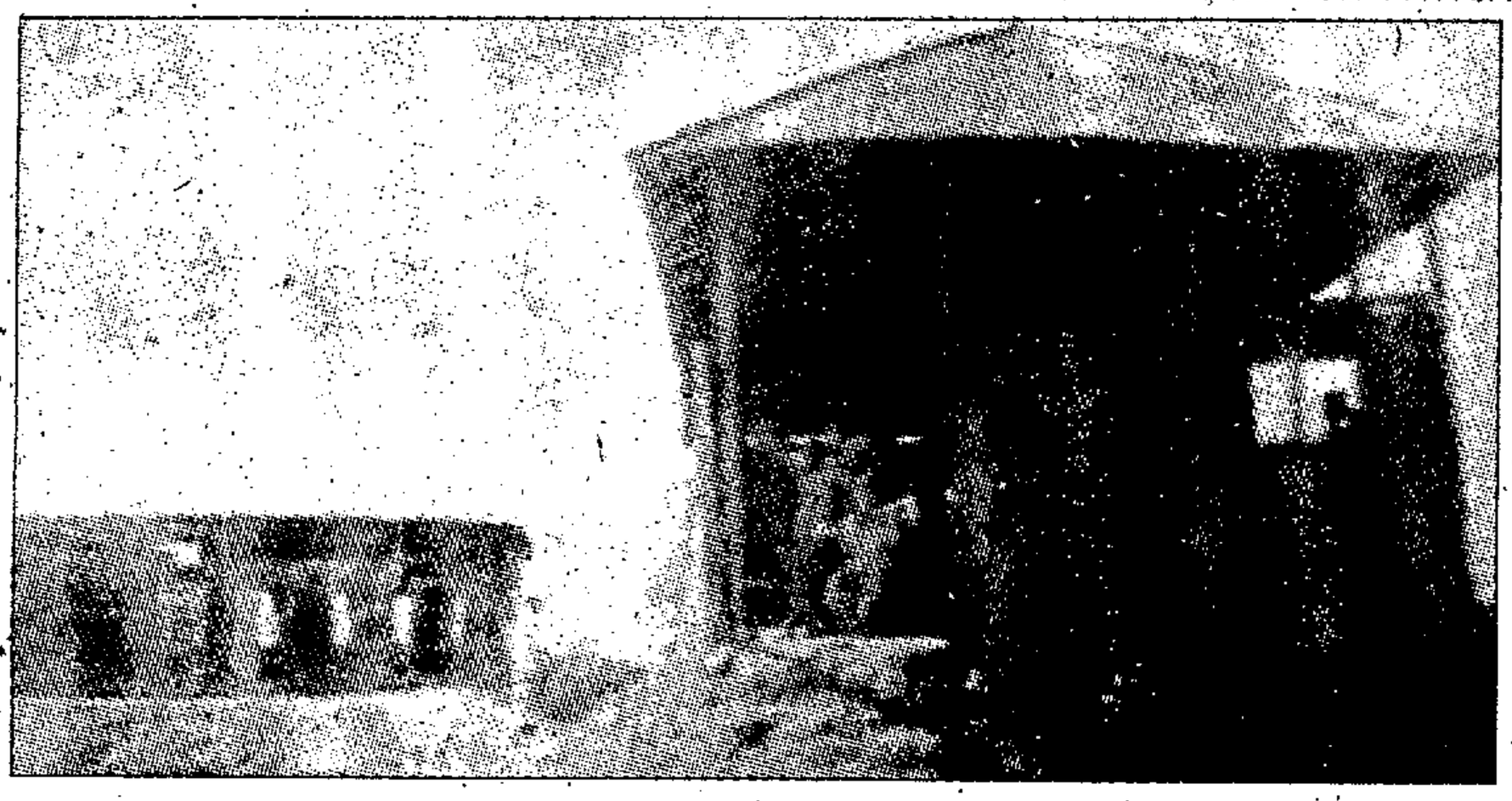

পাবনার বেড়া উপজেলার রূপপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ২ বছর আগে আংশিক মেরামত করে ফেলে রাখা হয়েছে —দৈনিক বাংলা

নড়াইলে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮টি স্কুলের পুনঃনির্মাণ

সংবাদদাতা ঃ নড়াইল, ৯ মে।–২ কোটি ৩৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬টি জেলায় ২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

১৯৮৮সালের বন্যা বিধ্বস্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যায়ল উন্নয়নে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক এ অর্থ যোগান দিচ্ছে।

নড়াইল জেলার ৬টি, যশোরের ৭টি, ঝিনাইদহের ৩টি, চুয়াডাঙ্গার ১টি, মাগুরার ৪টি ও কুষ্টিয়ার ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ প্রকল্পের আওতায় নেওয়া হয়েছে। এ সব বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন ও পায়খানা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

নড়াইল জেলায় নির্মাণাধীন বিদ্যালয়গুলি হল ঃ নড়াইল সদর উপজেলার শালিখা ও দত্তপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

লোহাগড়া উপজেলার ইতনা ও মহিশাহপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। কালিয়া উপজেলার চান্দেরচর ও সুমেরুখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

নড়াইলের এ ৬টি বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৬৭ লাখ ১৭ হাজার ৪শ ৫২ টাকা।

ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত

পাবনায় ২০৩টি স্কুলের জীর্ণদশা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পাবনা ৯ মে।–পাবনা জেলার ৯টি উপজেলায় জীর্ণদশা ২০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন যাবত পড়ে আছে। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে।

মেরামতের অপেক্ষায় পড়ে থাকা বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৪৩টি ৮৮ সনের বন্যায়, ৬১টি ঘূর্ণিঝড়ে এবং ৯৯টি গত বছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে ৯টি উপজেলা পরিষদ থেকে যে ৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন ও মেরামত করার কথা বলা হয় তা শুধু কাগজে কলমেই রয়ে গেছে। দু একটি বিদ্যালয়ে ঠিকাদাররা মেরামতের নামে দুচার ঝুড়ি মাটি চার পাঁচটা খুটী অথবা চাটাইয়ের অসমাপ্ত বেড়া দিয়ে লক্ষাধিক টাকার বিল তুলে নিয়ে গেছে। মেরামতের পর উপজেলা থেকে সে গুলোর কাজ আর দেখা হয়নি।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, বিভিন্ন সময়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা পরিষদগুলো হাত দেয়নি। কারণ এগুলোতে বেশি অর্থ ব্যয় হবে। উপরন্তু যেগুলো মেরামতের প্রয়োজন ছিল না সে গুলোতে যেমন তেমন মেরামত দেখিয়ে বিরাট অংকের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ অথবা তদানীন্তন চেয়ারম্যানদের চোখ রাঙানীর ভয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসাররাও এসব ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে পারেনি।

আসবাবপত্রের সঙ্কট

টাঙ্গাইলে গড়ে দৈনিক এক লাখ ছাত্রছাত্রী ক্লাসে অনুপস্থিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ টাঙ্গাইল, ৯ মে।–টাঙ্গাইল জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিদিন গড়ে এক লাখ ছাত্রছাত্রী ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে। শ্রেণীকক্ষ এবং বেঞ্চ না থাকার কারণে সম্ভাবনাময় এসব ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেএকশ ৭২ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। পদগুলো পূরণের কোন উদ্যোগ নেই। ফলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সামান্যতম সুযোগ পাচ্ছে না।

জানা গেছে জেলার ১১টি উপজেলায় এক হাজার দুশ ৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৯শ' ৩৬টি বিদ্যালয় বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তিন লাখ ৪০ হাজার ৯শ ৯০ জন। এর মধ্যে ৯৯ হাজার ৯শ ৯১ জন ছাত্রছাত্রী শ্রেণীকক্ষ এবং বেঞ্চের অভাবে প্রতিদিন বিদ্যালয়গুলোতে অনুপস্থিত থাকে। গ্রামাঞ্চলের অনেক বিদ্যালয়ে নেই পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার ব্ল্যাকবোর্ডসহ অন্যান্য আসবাবপত্র। এছাড়া বিগত কয়েক বছরে ঝড় ও বন্যায় যে সকল বিদ্যালয়গুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো মেরামতের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

এছাড়া অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস না নেয়ায় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা নিরুৎসাহী হয়ে পড়ছে। পরীক্ষার পূর্বে ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত চাঁদা আদায়, মিলাদ ও পূজার নামে ফিস আদায় এবং হাতের কাজের নামে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে বাধ্য করা হয় কুটির শিল্প সামগ্রী যথা ঢাকী, কুলা, ঝাটা, কাঠা, রুমাল, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি জমা দিতে। এ সকল সামগ্রী ও অতিরিক্ত চাঁদার টাকা শিক্ষকরা ভাগ বাটোয়ারা করে নেন বলে জানা গেছে।

ভৈরবে ১৪টি বিপজ্জনক ভবনে ক্লাস হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভৈরব, ৯ মে।–বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ব্যবহার করা হচ্ছে। ভবনগুলো যে কোন মুহূর্তে ধসে যেতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

জানা যায়, ১৯৮৮ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভৈরব উপজেলার ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহকে ব্যবহারের অয়োগ্য ঘোষণা করা সত্ত্বেও প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রী জীবনের ঝুকি নিয়ে সেখানে ক্লাস করছে।

ক্ষতিগস্ত বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ঃ জগন্নাথপুর নতুন, জগন্নাথপুর পুরাতন, হাজী জনাব আলী, চন্ডিবের উত্তর, রামশংকরপুর বিদ্যালয়, হাজী আসমত প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাদেকপুর, খলাপাড়া, জাফরনগর, আগানগর, গোছামারা, শিবপুর ও শম্ভুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।